গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
(জনস্বাস্থ্য-৩ অধিশাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-স্বাপকম/জনস্বাস্থ্য-৩/মপবি-০২/২০০৯/ ২১১ তারিখঃ ০৮.০৬.২০১৪ খ্রিঃ

বিষয়ঃ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে আইনের খসড়া প্রকাশ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে "সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল আইন, ২০১৪" সংক্রান্ত আইনের খসড়া এবং বিজ্ঞপ্তি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে কমপক্ষে ০১(এক) মাস রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ- ৪(চার) পাতা।

০৮/০৬/২০১৪
(মোঃ এজাজ আহমেদ জাবের)
উপসচিব
ফোনঃ-৯৫৪০৬৫৪

সিস্টেম এনালিস্ট,
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। যুগ্মসচিব (জনস্বাস্থ্য) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

F:\PH-3\SUINE Flu\Swine Letter.doc

<u>সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল আইন-২০১৪</u>

সংশোধিত খসড়া

(বাংলাদেশ ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশন বোর্ড (রিপিল) অর্ডিন্যান্স ১৯৭৭ এবং দি প্রিভেনশন অফ ম্যালেরিয়া (স্পেশাল প্রভিশন) অর্ডিন্যান্স ১৯৭৮ বাতিলক্রমে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল আইন ২০১৪ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত)

যেহেতু জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা মোকাবেলা করাসহ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাসকরণার্থে সংক্রামক রোগসমূহ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল এবং উক্ত রোগসমূহ হইতে সুরক্ষা ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতা তৈরীর ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অধিকার ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থ্য নিশ্চিত করা এবং আনুষাংগিক বিষয়াদি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন**।-

(ক) এই আইন ''সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল আইন, ২০১৪'' নামে অভিহিত হইবে।

খ) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

(ক) **''সংক্রামক রোগ''** অর্থ জীবাণু ঘটিত রোগ যথাঃ- ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ফাইলেরিয়াসিস, ডেঙ্গু, সকল ধরণের ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিপাহ, অ্যানথ্রাক্স, মারস-কভ (MERS-CoV), জলাতংক, জাপানিস এনকেফালাইটিস, ডাইরিয়াল ডিজিজেস, শ্বাসনালীর সংক্রমন, এইচআইভি, ভাইরাল হেপাটাইটিস, টিকা প্রতিরোধযোগ্য রোগ সমূহ, টাইফয়েড, খাদ্যে বিষক্রিয়া, মেনিনজাইটিস, যক্ষা এবং নবোদ্ভুত-পুনরোদ্ভুত রোগ সমূহ (Emerging-Remerging)।

(খ) **''প্রতিরোধ''** অর্থ এমন একটি ব্যবস্থাপনা যাহার ফলে জীবাণু সংক্রমণ বাধাগ্রস্থ হয়।

(গ) **''নিয়ন্ত্রণ''** অর্থ এমন একটি ব্যবস্থাপনা যাহার ফলে জীবাণূ সংক্রমণ সহনীয় পর্যায়ে থাকে।

(ঘ) **''নির্মূল''** অর্থ এমন একটি অবস্থা যেখানে কোন জীবাণুর সংক্রমণ রহিত হয় ।

(ঙ) **''কোয়ারেন্টাইন''** অর্থ রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধকল্পে সংক্রমিত ব্যক্তি বা প্রাণী, সংক্রমিত এলাকা হতে আগত ব্যক্তি বা প্রাণী, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা আপাতঃসুস্হ ব্যক্তি/প্রাণীকে রোগ অনুযায়ী সুপ্তি কাল (Incubation Period) পর্যন্ত আলাদা/আটক রাখার ব্যবস্থা।

(চ) **''পৃথককরণ (Isolation)''** অর্থ কোন সংক্রামক রোগে সংক্রামিত ব্যক্তিকে রোগ সংক্রমণ কাল (Period of communicability) পর্যন্ত পৃথক রাখা।

(ছ) **''দুষনযুক্ত দ্রব্য সামগ্রী ব্যবস্থাপনা''** অর্থ রোগ জীবাণু দ্বারা সন্দেহযুক্ত কোন মালপত্র, কনটেইনার, পরিবহণ, পণ্যদ্রব্য বা ডাকযোগে প্রেরিত পণ্যসামগ্রীর মোড়ক রোগসঞ্চার বা সংক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে জীবানুমুক্তকরন, অপসারন, ধ্বংস করন।

(জ) **''সন্দেহভাজন সংক্রমিত রোগী''** অর্থ কোন ব্যক্তি যিনি কোন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া প্রতিয়মান হয়।

(ঝ) **''আক্রান্ত''** অর্থ কোন ব্যাক্তি অথবা জনগোষ্টি অথবা প্রাণী, যিনি বা যাহারা কোন সংক্রামক রোগ জীবানু দ্বারা সংক্রমিত বা রোগগ্রস্হ/ রোগসঞ্চার বা রোগগ্রস্হ করার উপাদান বহণ করিতেছে, যাহার কারণে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকির সৃষ্টি হইতে পারে;

(ঞ **''আক্রান্ত অঞ্চল''** অর্থ কোন নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চল যেখানে কোন ব্যাক্তি অথবা জনগোষ্টি অথবা প্রাণী কোন সংক্রামক রোগ জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত বা রোগগ্রস্হ/ রোগসঞ্চার বা রোগগ্রস্হ করার উপাদান বহন করিতেছে, যাহার কারণে জনস্বাস্থ্য ঝুঁকির সৃষ্টি হইতে পারে;

(ট) **''কীটনাশক''** অর্থ রোগ বিস্তারে সহায়তাকারী কীট পতঙ্গ দমনে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ।

(ঠ) **''কীটনাশকযুক্ত মশারী''** অর্থ জনসাধারণের ব্যবহার্য মশারী যাহাতে প্রয়োজন অনুযায়ী কীটনাশক মিশানো থাকে অথবা মিশানো হয়।

(ড) **''দর্শন''** অর্থ কোন এলাকার জনগোষ্ঠী, প্রাণী, দ্রব্য সামগ্রী, খাদ্য, পানীয়, স্থাপনা, প্রস্তুত প্রণালী, কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ।

(ঢ) ''পরিদর্শক'' অর্থ সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি।

(ণ) **''বিমানবন্দর''** অর্থ যেখানে আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ বিমান উড্ডয়ণ বা অবতরণ করে;

(ত) **''পোতাশ্রয়''** অর্থ কোন সমুদ্রবন্দর বা অভ্যন্তরীণ নৌবন্দর যেখানে সমুদ্রগামী আন্তর্জাতিক/অভ্যন্তরীণ জাহাজ আগমন, নির্গমন এবং অবস্থান করে;

(থ) **''আগমণ''** অর্থ কোন পরিবহণের-

১. সমুদ্রগামী জাহাজের ক্ষেত্রে বন্দরের কোন নির্ধারিত স্থানে আগমন বা নোঙর করা

২. বিমানের ক্ষেত্রে কোন বিমানবন্দরে অবতরণ

৩. আন্তর্জাতিক রুট যাত্রাকারী আভ্যন্তরীণ নৌযান বা বিমানের ক্ষেত্রে প্রবেশপথে আগমন

৪. ট্রেন বা সড়ক পরিবহণের ক্ষেত্রে প্রবেশপথে আগমন

(দ) ''**কনটেইনার লোডিং অঞ্চল**'' অর্থ কোন স্থান যেখানে আন্তর্জাতিক যাতায়াতে ব্যবহৃত কন্টেইনারের ওঠা-নামার উপযোগী সুবিধাদি বিদ্যমান;

(ধ) ''**সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ**'' অর্থ কোন সরকারী/ বেসরকারী/আধা সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত/আন্তর্জাতিক অফিসে আইনগতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

(ন) ''**পরিবহণ**'' অর্থ কোন বিমান, জাহাজ, ট্রেন, সড়ক যানবাহন বা অন্য কোন পরিবহণ যাহা আন্তর্জাতিক যাতায়াতে ব্যবহৃত হয়।

(প) ''**পরিবহণ চালক**'' অর্থ কোন পরিবহণ চালানোর আইনগতভাবে দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

(ফ) ''**স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ**'' অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন কর্তৃপক্ষ।

(ব) ''**পণ্যসামগ্রী**'' অর্থ প্রাণী বা উদ্ভিদসহ যে কোন বাস্তব মালামাল বা উৎপাদিত দ্রব্য বা উৎপাদিত দ্রব্যে ব্যবহৃত কাচামাল যাহা আন্তর্জাতিক যাত্রার কোন পরিবহণ ব্যবহার করে আনায়ন করা হয়।

(ভ) ''ভূমি অতিক্রম'' অর্থ কোন দেশের সড়ক পরিবহণ বা ট্রেন কর্তৃক অন্য দেশের প্রবেশ পথ অতিক্রম করা।

(ম) ''**আন্তর্জাতিক যাতায়াত**'' অর্থ আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ কোন ব্যক্তি, মালপত্র, পণ্যবাহী জাহাজ বা বিমান, কনটেইনার, ভূমি পরিবহণ, পণ্যদ্রব্য বা ডাকযোগে প্রেরিত পণ্যসামগ্রী যাহা কোন আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে।

(য) ''**আগমণ**'' অর্থ কোন পরিবহণের-

৯. সমুদ্রগামী জাহাজের ক্ষেত্রে বন্দরের কোন নির্ধারিত স্থানে আগমন বা নোঙর করা

১০. বিমানের ক্ষেত্রে কোন বিমানবন্দরে অবতরণ

১১. আন্তর্জাতিক রুট যাত্রাকারী আভ্যন্তরীণ নৌযান বা বিমানের ক্ষেত্রে প্রবেশপথে আগমন

১২. ট্রেন বা সড়ক পরিবহণের ক্ষেত্রে প্রবেশপথে আগমন

(র) ''**পর্যবেক্ষণ**'' অর্থ জনস্বাস্থ্য বিষয়ক পদ্ধতিগতভাবে চলমান তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া, সংগৃহিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ণের জন্য উক্ত তথ্যাবলী সময়মত সরবরাহ এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্রয়োজন মাফিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ল) ''**সন্দেহজনক**'' অর্থ কোন ব্যক্তি, মালপত্র, পণ্যবাহী জাহাজ বা বিমান, কনটেইনার, পরিবহণ, পণ্যদ্রব্য বা ডাকযোগে প্রেরিত পণ্যসামগ্রীর মোড়কযাহা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ বা রোগ বিস্তারের উৎস হিসাবে বিবেচিত হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনার মধ্যে রহিয়াছে।

(শ) ''**স্বাস্থ্য পরীক্ষা**'' অর্থ কোন দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মী বা বিশেষজ্ঞের সরাসরি তত্বাবধানে কাজ করেন এমন কোন ব্যক্তির দ্বারা কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্যগত অবস্থা ও তাহার কারণে অন্যের স্বাস্থ্যগত হুমকি সংক্রান্ত প্রাথমিক মূল্যায়ণ, যাহাতে তাহার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি নিরীক্ষা ও শারীরিক পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(ষ) ''**প্রজনন উৎস**'' অর্থ বাহকের বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্যে ডিম পাড়ার জন্য উপযুক্ত স্থান।

(স) ''**বাহক**'' অর্থ দেহের মধ্যে জীবানু বহনকারী অমেরুদন্ডী প্রাণী।

(হ) ''**আধার**'' অর্থ সংক্রমনের উৎস- ব্যক্তি/ প্রাণী ।

(ড়) ''**উৎস**'' অর্থ যেখান হইতে সংক্রমন হইতে পারে এমন ব্যক্তি, প্রাণী, বস্তু, পরিবেশ, স্থাপনা, যানবাহন, খাদ্য বা পানীয়।

(ঢ়) ''**সমন্বিত ব্যবস্থাদি**'' অর্থ সংক্রামক রোগসমূহ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ, নির্মূল এবং সংক্রামক রোগের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিস্তার হইতে জনসাধারণকে সুরক্ষা প্রদানে গৃহীত কার্যাদি (রোগ সনাক্তকরন, ব্যবস্থাপনা, প্রতিষেধক টিকা বা ঔষধ প্রয়োগ, কীট পতঙ্গ দমন, খাদ্য ও পানীয়র পরীক্ষাকরণ এবং জীবাণুমুক্তকরন, দূষণ প্রতিরোধ, রোগ সংক্রমনের উৎস অপসারণ/ধ্বংস)।

৩. **আইনের প্রাধান্য।**- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪. **অত্র আইনের বিধানাবলী কার্যকর করণের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য।**-

অত্র আইনের বিধানাবলী কার্যকর করণের উদ্দেশ্য হইবে সংক্রামক রোগসমূহ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ, নির্মূল এবং সংক্রামক রোগের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিস্তার হইতে জনসাধারণকে সুরক্ষা প্রদান।

৫। **নির্দিষ্ট কার্যাদি, ইহার বাস্তবায়ন ও নিষিদ্ধকরণ ক্ষমতা।**-

(ক) **কার্যাদি:**

সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল এবং সংক্রামক রোগের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিস্তার হইতে জনসাধারণকে সুরক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন প্রতিষ্ঠান নিম্নরূপ কার্যাদি সম্পাদন করিতে পারিবে।-

১. সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল এবংজাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিস্তার হইতে জনসাধারণকে সুরক্ষা প্রদানে নীতিমালা, কর্মকৌশল, কর্মপরিকল্পনা ও গাইড লাইন প্রণয়ন এবং সমন্বিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ।

২. কর্মসূচী মূল্যায়ন ও নিরীক্ষা ।

৩. অনুরূপ কর্মসূচী বা ব্যবস্থা সাফল্যের সাথে বাস্তবায়নে সামগ্রিক দায়িত্ব পালন ।

৪. অনুরূপ কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারী ও বেসরকারী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তা গ্রহণ।

(খ) **বাস্তবায়ন ও নিষিদ্ধকরণ:**

কর্মসূচী বা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও নিষিদ্ধকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ।-

১. সংক্রামক রোগে আক্রান্ত/সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে যে কোন স্থানে শারীরিক ও ল্যাবরেটরি পরীক্ষা

২. সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে প্রতিষেধক টিকা বা ঔষধ প্রয়োগ

৩. যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সনাক্তকৃত সংক্রামক রোগী বিষয়ে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান ।

৪. কীট পতঙ্গ দমনের উদ্দেশ্যে বসতঘর ও অন্যান্য গৃহে কীটনাশক ছিটানো; মশারী,পর্দা, বিছানার চাদর ও অন্যান্য ব্যবহার যোগ্য বস্ত্রাদিতে কীটনাশক প্রয়োগ এবং প্রজনন স্থল ব্যবস্থাপনা।

৫. খাদ্য ও পানীয় পরীক্ষাকরণ এবং জীবাণুমুক্তকরন

৬. খাদ্য, পানীয় বা এর কাঁচামাল প্রস্তুত, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং পরিবহন পরিদর্শন ও পরীক্ষা

৭.দূষণ প্রতিরোধ ও রোগ সংক্রমণের উৎস অপসারণ/ধ্বংস

৮ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত এলাকাকে সংক্রমণ মুক্ত এলাকা হইতে পৃথককরন এবং মুক্ত এলাকায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধ এবং আক্রান্ত এলাকায় এর পুনঃ আবির্ভাব প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯ সংক্রামক রোগের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিস্তার হইতে জনসাধারণকে সুরক্ষা প্রদানে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিধি২০০৫(IHR-2005)এর আলোকে ব্যবস্থাদি গ্রহণ।

১০.সংক্রামক রোগে সন্দেহভাজন/আক্রান্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট হাসপাতাল, অস্থায়ী হাসপাতাল, স্থাপনা বা গৃহে যথাক্রমে অন্তরীণ (Quarantine)/পৃথককরণ (Isolation)

১১. সংক্রামক রোগ বিস্তার রোধে সরকার/পরিচালক রোগ নিয়ন্ত্রণ,স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠান, বাজার, গণজমায়েত, স্টেশন, বন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করণ।

১২. সংক্রামক রোগ বিস্তার রোধে সরকার/পরিচালক রোগ নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি উড়োজাহাজ, জাহাজ, জলযান, বাস, ট্রেন ও অন্যান্য যানবাহন দেশে আগমন, নির্গমন অথবা দেশের অভ্যন্তরে একস্থান হইতে অন্য স্থানে চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষনা করণ।

১৩. কোন বাস গৃহ ও অন্যান্য গৃহ, ক্লিনিক, হাসপাতাল এবং রোগ নির্নয় কেন্দ্র বা যেকোন স্থাপনা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত বা সন্দেহজনক ব্যক্তিকে সেবা প্রদান করলে বা অনুরূপ রোগের সংক্রমণের আধার হিসেবে বিবেচিত হলে পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ)সরকার/পরিচালক রোগ নিয়ন্ত্রণ,স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি এই আইন বলে।-

১. কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ল্যাবরেটরি পরীক্ষা বা চিকিৎসা প্রদান করতে পারবেন।

২. সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে প্রতিষেধক টিকা বা ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৩. কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/কেন্দ্রকে সংক্রামক রোগ বিষয়ে যে কোন তথ্য নিকটস্থ স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৫. ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য বাহকবাহিত রোগ (Vector Borne Disease) প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে, বাহক দমনের উদ্দেশ্যে বসতঘর ও অন্যান্য গৃহে কীটনাশক ছিটানোর ব্যবস্থা করতে পারবেন, মশারীতে কীটনাশক যুক্ত করতে পারিবেন, মশারীতে কীটনাশকের মাত্রা নির্ণয় বা তথ্য সংগ্রহের জন্য যে কোন অঙ্গনে প্রবেশ করিতে পারিবেন ও প্রজনন স্থল নিয়ন্ত্রণ করিতে পরিবেন।

৬. দালানকোঠা, বসতবাড়ী ও অন্যান্য স্থানের ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য বাহক বাহিত রোগের বাহক নিয়ন্ত্রণে কীটনাশক ছিটানো হয়ে থাকলে তাহা পরবর্তী ০৫ (পাচ) মাসের মধ্যে ধুয়ে ফেলা, চুনকাম করা এবং প্লাস্টার করা থেকে বিরত থাকা অথবা এর উপরিভাগে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত রাখিতে পারিবেন।

৭. ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের বৃদ্ধি বা বিস্তার ঘটতে পারে এমন প্রকৌশল, কৃষি বা শিল্প প্রকল্প গ্রহণ করায় বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবেন।

৮. কীটনাশক যুক্ত এলএলআইএন (লং লাষ্টিং ইনসেকটিসাইডাল নেট) / (ইনসেকটিসাইডাল নেট) আইটিএন/শীট/পর্দা বিক্রয় ও অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যার ফলে এলএলআইএন/আইটিএন/শীট/পর্দার কার্যকারিতা ব্যহত হয় তা নিষিদ্ধ করতে পারিবেন।

৯. দূষণ সনাক্তকরণে সরকার/পরিচালক রোগ নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি খাদ্য, পানীয় বা তার কাঁচামাল প্রস্তুত,সংরক্ষন, পরিবহন এবং বিতরণকালে পরিদর্শন এবং পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

১০. জীবাণু ঘটিত দূষণ প্রতিরোধ ও রোগ সংক্রমনের উৎস অপসারণ/ধ্বংস করার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

১১. সংক্রামক রোগে আক্রান্ত এলাকাকে সংক্রমন মুক্ত এলাকা হইতে পৃথককরন এবং মুক্ত এলাকায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধ এবং আক্রান্ত এলাকায় এর পুনঃ আবির্ভাব প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

১২. সংক্রামক রোগের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিস্তার হইতে জনসাধারণকে সুরক্ষা প্রদানে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিধি ২০০৫ (IHR 2005) এর আলোকে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৩. সংক্রামক রোগে সন্দেহভাজন/আক্রান্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট হাসপাতাল, অস্থায়ী হাসপাতাল, স্থাপনা বা গৃহে যথাক্রমে অন্তরীণ/ পৃথককরন করিতে পারিবেন।

১৪. সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে কোন প্রতিষ্ঠান, বাজার, গণজমায়েত, স্টেশন, বন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করিতে

পারিবেন।

১৫. সংক্রামক রোগ বিস্তার রোধে উড়োজাহাজ, জাহাজ, জলযান, বাস, ট্রেন ও অন্যান্য যানবাহন দেশে আগমন, নির্গমন অথবা দেশের অভ্যন্তরে একস্থান হইতে অন্য স্থানে চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষনা করিতে পারিবেন।

১৬. কোন বাস গৃহ ও অন্যান্য গৃহ, ক্লিনিক, হাসপাতাল এবং রোগ নির্নয় কেন্দ্র বা যেকোন স্থাপনা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত বা সন্দেহজনক ব্যক্তিকে সেবা প্রদান করলে বা অনুরূপ রোগের সংক্রমনের আধার হিসেবে বিবেচিত হলে পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন।

৬। **দন্ড**।- এই আইনের অধীনে প্রণীত ধারা উপ-ধারা অমান্যকারী/প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই আইন অমান্য করিয়াছে বলিয়া গন্য হইবে এবং অনুর্ধ ০২(দুই) বছর কারাদন্ড ভোগ করিবেন বা সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা জরিমানা দন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৭। **ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ**।-এই আইনের অধীন কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার ও আপীল নিস্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৮। **২০০৯ সালের ৫৯ নং আইনের প্রয়োগ**।-এই আইনের ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৫৯ নং আইন) অনুসারে বিচার করা যাইবে।

৯। **অপরাধের আমল যোগ্যতা, আপোষ যোগ্যতা ও জামিন যোগ্যতা**।- এই আইনের অধীনে অপরাধ সমূহ অ-আমল যোগ্য (Non-Cognizable), জামিন যোগ্য (Bailable) এবং অ-আপোষ যোগ্য (Not Compoundable) হইবে।

১০। **সরল বিশ্বাসে কৃতকার্য্য রক্ষণ**।-এই আইনের অধীনে সরল বিশ্বাসে-কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, সেই জন্য সরকার বা সরকারের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বা কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বা উহার কোন কর্মকর্তা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী বা প্রশাসনিক বা অন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

১১. **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১২। **অসুবিধা দূরীকরণ**।-এই আইনের কোন বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, সরকার এই আইনের অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।-

১৩। **আইনের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ**।-

(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা পাঠ এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।- (১) (A) The Bangladesh Malaria Eradication (Repeal) Ordinance, 1977 (Ordinance No. X of 1977), (B) The Prevention of Malaria (Special Provisions) Ordinance, 1978 (Ordinance No. IV of 1978) এতদ্বারা রহিত করা হইল

(২) উক্ত রূপ রহিত করা সত্ত্বে ও উক্ত আইনের অধীন দায়েরকৃত কোন মামলা বা গৃহীত কোন কার্যধারা অনিস্পন্ন ও চলমান থাকিলে উহা এই রূপে নিস্পন্ন হইবে যেন এই আইন প্রবর্তিত হয় নাই।